রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৩, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮ আশ্বিন, ১৪২৩/১৩ অক্টোবর, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮ আশ্বিন, ১৪২৩ মোতাবেক ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৬ সনের ৪২ নং আইন

President's Pension Ordinance, 1979 পরিমার্জনপূর্বক পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু President's Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No. XVIII of 1979) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "অবসরভাতা" অর্থ এইরূপ কোন ভাতা, যাহা কোন সাবেক রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনের জন্য অবসরকালীন ভাতা হিসাবে মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় হয়;

(২) "আনুতোষিক" অর্থ এইরূপ কোন এককালীন অর্থ, যাহা কোন সাবেক রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনের জন্য অবসরভাতার পরিবর্তে প্রদেয় হয়; এবং

(৩) "রাষ্ট্রপতি" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত কোন রাষ্ট্রপতি।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **অবসরভাতা**।—(১) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে, ধারা ৬-এর বিধান সাপেক্ষে, অন্যূন ৬ (ছয়) মাস অধিষ্ঠিত থাকিয়া পদত্যাগ করিলে অথবা মেয়াদ সমাপ্তির কারণে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, তিনি আমৃত্যু রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাহার আহরিত সর্বশেষ মাসিক বেতনের ৭৫ (পঁচাত্তর) শতাংশ হারে মাসিক অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে অন্য কোন চাকুরি বা পদ হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক উক্ত চাকুরি বা পদ-সংশ্লিষ্ট কোন আইনের অধীন অবসরভাতা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তিনি উক্ত অবসরভাতা এবং এই ধারার অধীনে প্রদেয় অবসরভাতার মধ্যে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী যে কোন একটি অবসরভাতা পাইবার যোগ্য হইবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি এই উপ-ধারার অধীন অবসরভাতা গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, পূর্ববর্তী অবসরভাতার অধীন গৃহীত কোন অর্থ সমন্বয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে আদায়যোগ্য হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অবসরভাতা গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার বিধবা স্ত্রী অথবা, ক্ষেত্রমত, বিপত্নীক স্বামী তাহার প্রাপ্য মাসিক অবসরভাতার দুই-তৃতীয়াংশ হারে আমৃত্যু মাসিক অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৪। **আনুতোষিক**।—(১) অবসরভাতা গ্রহণের প্রাধিকার অর্জন করিয়াছেন এমন কোন সাবেক রাষ্ট্রপতি, অবসরভাতার পরিবর্তে এই ধারার বিধান অনুযায়ী আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাকে, উক্তরূপ প্রাধিকার অর্জনের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে, অবসরভাতার পরিবর্তে আনুতোষিক গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রদেয় আনুতোষিকের পরিমাণ ১ (এক) বৎসরের জন্য প্রদেয় অবসরভাতার তত গুণ হইবে যত বৎসর কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আংশিক বৎসরকে পূর্ণ বৎসর গণনা করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাসের অধিককাল রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাবস্থায় অথবা উপ-ধারা (১)-এর অধীন আনুতোষিক প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া অথবা ধারা ৩-এর অধীন অবসরভাতা গ্রহণ না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তিনি আনুতোষিক প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং আনুতোষিক হিসাবে তাহাকে প্রদেয় অর্থ এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা উক্তরূপ মনোনয়নের অনুপস্থিতিতে তাহার উত্তরাধিকারীগণকে প্রদেয় হইবে।

(৪) কোন সাবেক রাষ্ট্রপতি তাহার জীবদ্দশায় নিজে, অথবা তিনি মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি অথবা মনোনীত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার উত্তরাধিকারীগণ, ইতঃপূর্বে আনুতোষিক গ্রহণ না করিয়া থাকিলে, তিনি বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধিকারীগণ এই আইনের অধীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উত্তরাধিকারী অর্থে কেবল পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী এবং পুত্র ও কন্যা অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৫। **অন্যান্য সুবিধা**।—(১) এই আইনের অধীন অবসরভাতার প্রাধিকার অর্জনকারী সাবেক রাষ্ট্রপতিগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ প্রাপ্য হইবেন, যথা :—

(ক) একজন ব্যক্তিগত সহকারী ও একজন অ্যাটেন্ড্যান্ট এবং দাপ্তরিক ব্যয়, যাহার মোট বাৎসরিক পরিমাণ, সময়ে সময়ে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(খ) একজন মন্ত্রীর প্রাপ্য চিকিৎসা-সুবিধাদির সমপরিমাণ চিকিৎসা-সুবিধাদি;

(গ) সরকারি অনুষ্ঠানসমূহে যোগদানের জন্য বিনামূল্যে সরকারি যানবাহন ব্যবহার;

(ঘ) আবাসস্থলে একটি টেলিফোন সংযোগ এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত উহার বিল পরিশোধ হইতে অব্যাহতি;

(ঙ) একটি কূটনৈতিক পাসপোর্ট; এবং

(চ) দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণকালে সরকারি সার্কিট হাউস বা রেস্ট হাউসে বিনা ভাড়ায় অবস্থান।

(২) উপ-ধারা (১)-এর দফা (খ), (ঙ) ও (চ)-তে বর্ণিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী সাবেক রাষ্ট্রপতির স্ত্রী বা, ক্ষেতমত, স্বামীও উক্ত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৬। **কতিপয় ক্ষেত্রে অবসরভাতার অধিকারের অপ্রযোজ্যতা**।—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধা লাভের অধিকারী হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠান শেষে এমন কোন দপ্তরে, আসনে, পদে বা মর্যাদায় দায়িত্ব পালন করিতেছেন বা করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি সংযুক্ত তহবিল হইতে বেতন বা অন্য কোন সুবিধা পাইতেছেন বা পাইয়াছেন;

(খ) এই আইনের অধীন অবসরভাতার প্রাধিকার অর্জনের পর কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত হন; অথবা

(গ) অসাংবিধানিক পন্থায় বা অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বা হইয়াছিলেন মর্মে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত হন।

৭। **অবসরভাতা, ইত্যাদির ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের উপর বর্তানো**।—এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল অর্থের ব্যয়ভার সংযুক্ত তহবিলের উপর বর্তাইবে।

৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে President's Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No. XVIII of 1979) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd